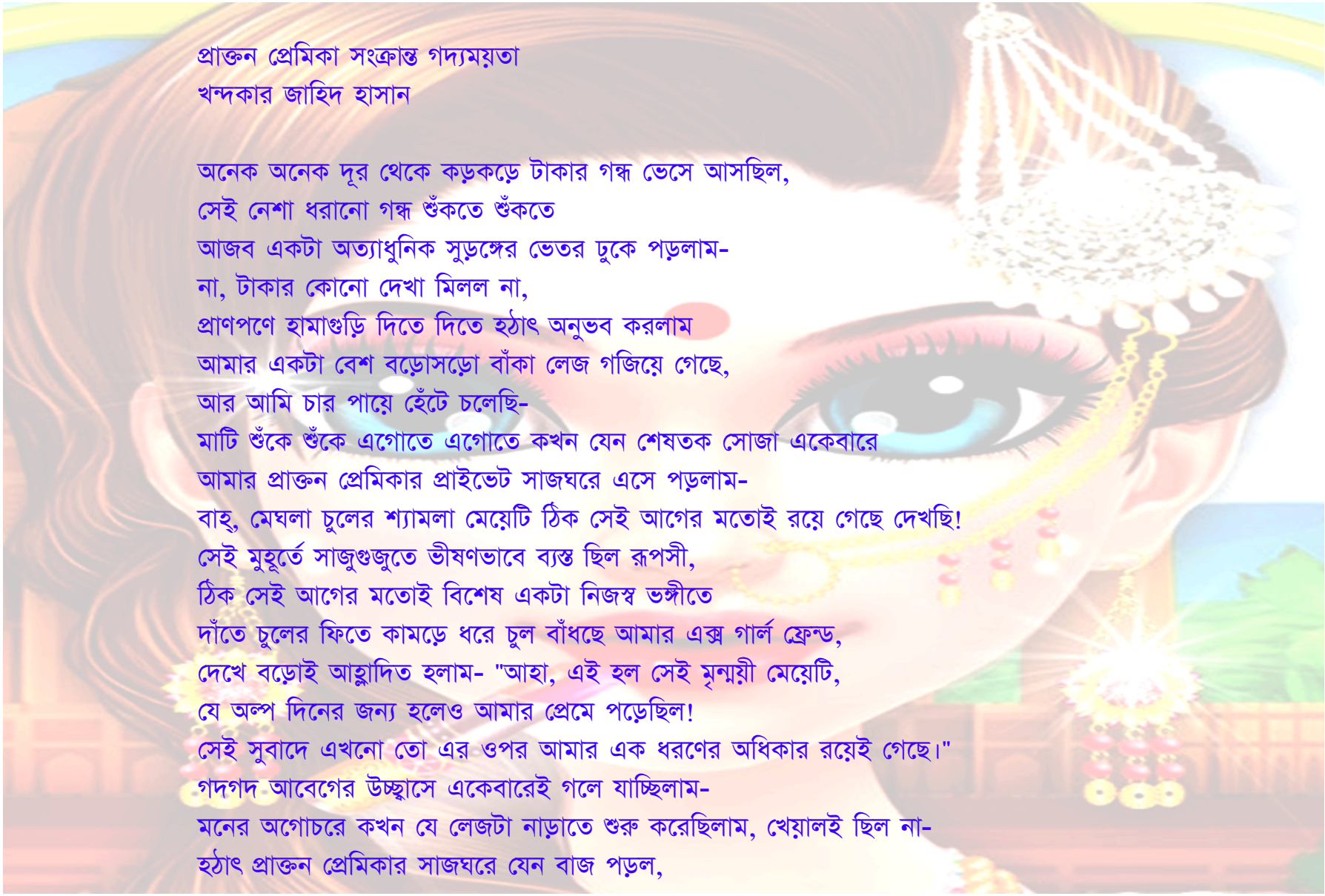

প্রাক্তন প্রেমিকা সংক্রান্ত গদ্যময়তা

খন্দকার জাহিদ হাসান

অনেক অনেক দূর থেকে কড়কড়ে টাকার গন্ধ ভেসে আসছিল,
সেই নেশা ধরানো গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে
আজব একটা অত্যাধুনিক সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়লাম-
না, টাকার কোনো দেখা মিলল না,
প্রাণপণে হামাগুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ অনুভব করলাম
আমার একটা বেশ বড়োসড়ো বাঁকা লেজ গজিয়ে গেছে,
আর আমি চার পায়ে হেঁটে চলেছি-
মাটি শুঁকে শুঁকে এগোতে এগোতে কখন যেন শেষতক সোজা একেবারে
আমার প্রাক্তন প্রেমিকার প্রাইভেট সাজঘরে এসে পড়লাম-
বাহ্, মেঘলা চুলের শ্যামলা মেয়েটি ঠিক সেই আগের মতোই রয়ে গেছে দেখছি!
সেই মুহূর্তে সাজুগুজুতে ভীষণভাবে ব্যস্ত ছিল রূপসী,
ঠিক সেই আগের মতোই বিশেষ একটা নিজস্ব ভঙ্গীতে
দাঁতে চুলের ফিতে কামড়ে ধরে চুল বাঁধছে আমার এক্স গার্ল ফ্রেন্ড,
দেখে বড়োই আহ্লাদিত হলাম- "আহা, এই হল সেই মৃন্ময়ী মেয়েটি,
যে অল্প দিনের জন্য হলেও আমার প্রেমে পড়েছিল!
সেই সুবাদে এখনো তো এর ওপর আমার এক ধরণের অধিকার রয়েই গেছে।"
গদগদ আবেগের উচ্ছ্বাসে একেবারেই গলে যাচ্ছিলাম-
মনের অগোচরে কখন যে লেজটা নাড়াতে শুরু করেছিলাম, খেয়ালই ছিল না-
হঠাৎ প্রাক্তন প্রেমিকার সাজঘরে যেন বাজ পড়ল,

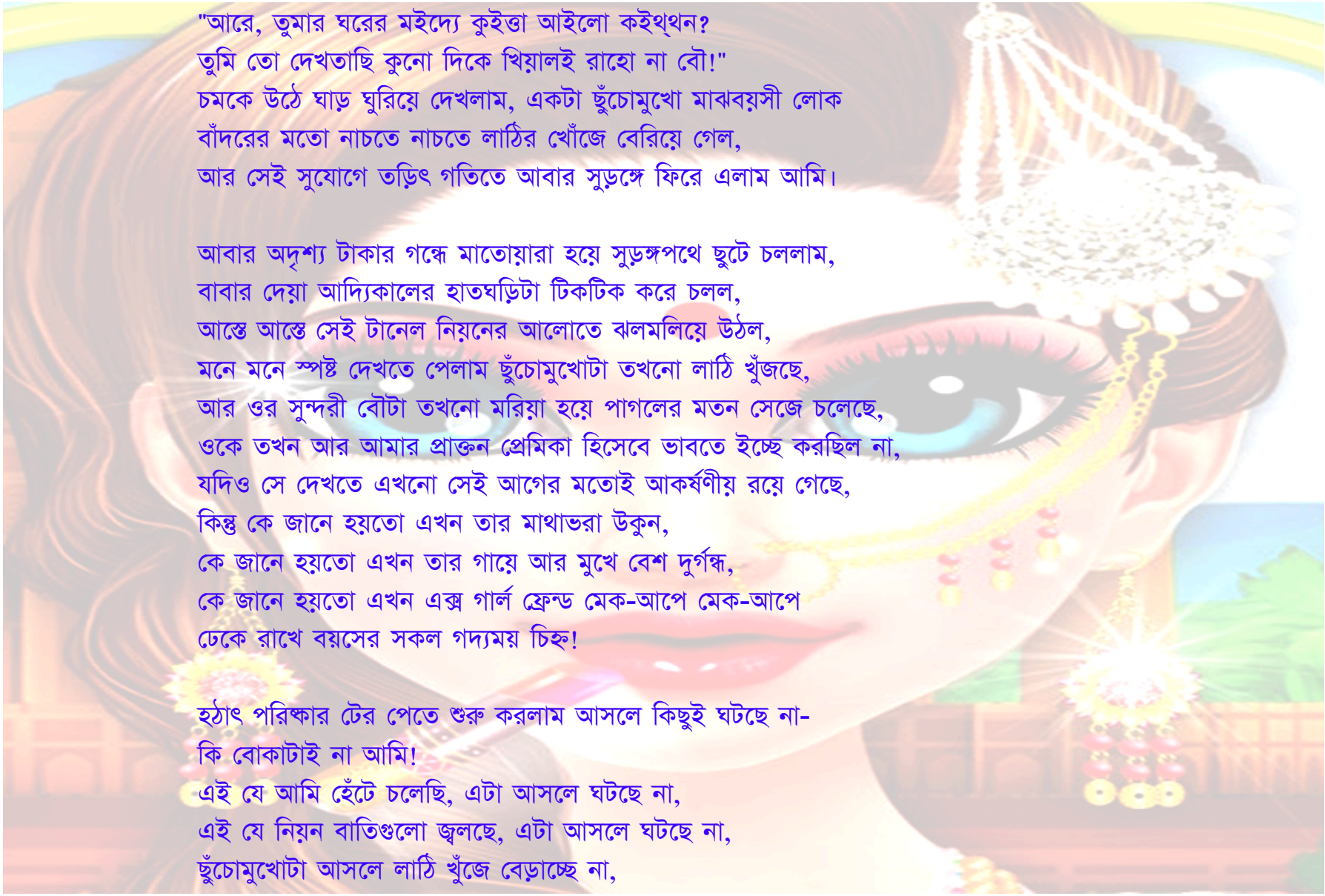

"আরে, তুমার ঘরের মইদ্যে কুইত্তা আইলো কইথ্থন?
তুমি তো দেখতাছি কুনো দিকে খিয়ালই রাহো না বৌ!"
চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, একটা ছুঁচোমুখো মাঝবয়সী লোক
বাঁদরের মতো নাচতে নাচতে লাঠির খোঁজে বেরিয়ে গেল,
আর সেই সুযোগে তড়িৎ গতিতে আবার সুড়ঙ্গে ফিরে এলাম আমি।

আবার অদৃশ্য টাকার গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে সুড়ঙ্গপথে ছুটে চললাম,
বাবার দেয়া আদ্যিকালের হাতঘড়িটা টিকটিক করে চলল,
আস্তে আস্তে সেই টানেল নিয়নের আলোতে ঝলমলিয়ে উঠল,
মনে মনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ছুঁচোমুখোটা তখনো লাঠি খুঁজছে,
আর ওর সুন্দরী বৌটা তখনো মরিয়া হয়ে পাগলের মতন সেজে চলেছে,
ওকে তখন আর আমার প্রাক্তন প্রেমিকা হিসেবে ভাবতে ইচ্ছে করছিল না,
যদিও সে দেখতে এখনো সেই আগের মতোই আকর্ষণীয় রয়ে গেছে,
কিন্তু কে জানে হয়তো এখন তার মাথাভরা উকুন,
কে জানে হয়তো এখন তার গায়ে আর মুখে বেশ দুর্গন্ধ,
কে জানে হয়তো এখন এক্স গার্ল ফ্রেন্ড মেক-আপে মেক-আপে
ঢেকে রাখে বয়সের সকল গদ্যময় চিহ্ন!

হঠাৎ পরিষ্কার টের পেতে শুরু করলাম আসলে কিছুই ঘটছে না-
কি বোকাটাই না আমি!
এই যে আমি হেঁটে চলেছি, এটা আসলে ঘটছে না,
এই যে নিয়ন বাতিগুলো জ্বলছে, এটা আসলে ঘটছে না,
ছুঁচোমুখোটা আসলে লাঠি খুঁজে বেড়াচ্ছে না,

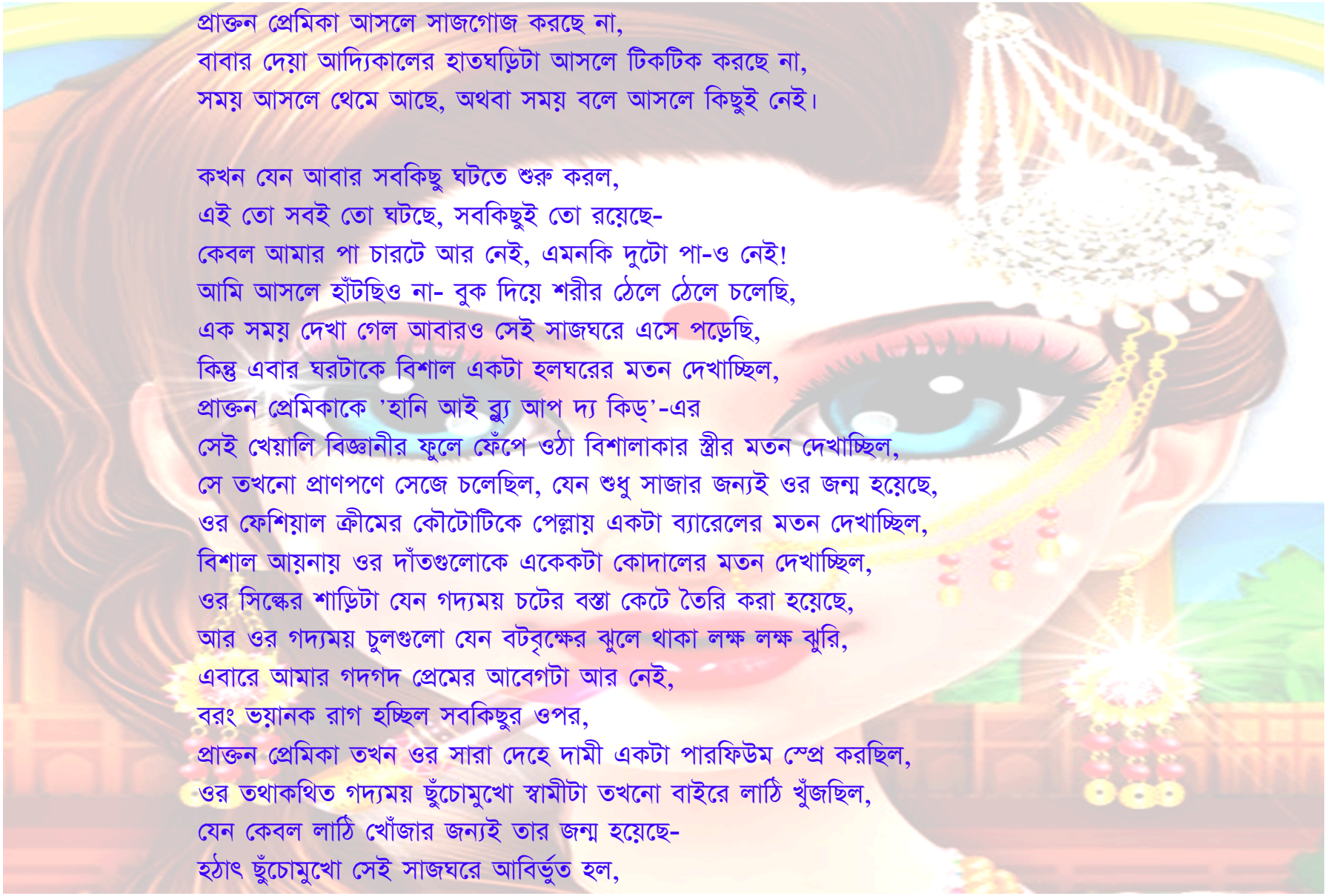

প্রাক্তন প্রেমিকা আসলে সাজগোজ করছে না,
বাবার দেয়া আদ্যিকালের হাতঘড়িটা আসলে টিকটিক করছে না,
সময় আসলে থেমে আছে, অথবা সময় বলে আসলে কিছুই নেই।

কখন যেন আবার সবকিছু ঘটতে শুরু করল,
এই তো সবই তো ঘটছে, সবকিছুই তো রয়েছে-
কেবল আমার পা চারটে আর নেই, এমনকি দুটো পা-ও নেই!
আমি আসলে হাঁটছিও না- বুক দিয়ে শরীর ঠেলে ঠেলে চলেছি,
এক সময় দেখা গেল আবারও সেই সাজঘরে এসে পড়েছি,
কিন্তু এবার ঘরটাকে বিশাল একটা হলঘরের মতন দেখাচ্ছিল,
প্রাক্তন প্রেমিকাকে 'হানি আই ব্লু আপ দ্য কিড্'-এর
সেই খেয়ালি বিজ্ঞানীর ফুলে ফেঁপে ওঠা বিশালাকার স্ত্রীর মতন দেখাচ্ছিল,
সে তখনো প্রাণপণে সেজে চলেছিল, যেন শুধু সাজার জন্যই ওর জন্ম হয়েছে,
ওর ফেশিয়াল ক্রীমের কৌটোটিকে পেল্লায় একটা ব্যারেলের মতন দেখাচ্ছিল,
বিশাল আয়নায় ওর দাঁতগুলোকে একেকটা কোদালের মতন দেখাচ্ছিল,
ওর সিল্কের শাড়িটা যেন গদ্যময় চটের বস্তা কেটে তৈরি করা হয়েছে,
আর ওর গদ্যময় চুলগুলো যেন বটবৃক্ষের ঝুলে থাকা লক্ষ লক্ষ ঝুরি,
এবারে আমার গদগদ প্রেমের আবেগটা আর নেই,
বরং ভয়ানক রাগ হচ্ছিল সবকিছুর ওপর,
প্রাক্তন প্রেমিকা তখন ওর সারা দেহে দামী একটা পারফিউম স্প্রে করছিল,
ওর তথাকথিত গদ্যময় ছুঁচোমুখো স্বামীটা তখনো বাইরে লাঠি খুঁজছিল,
যেন কেবল লাঠি খোঁজার জন্যই তার জন্ম হয়েছে-
হঠাৎ ছুঁচোমুখো সেই সাজঘরে আবির্ভুত হল,

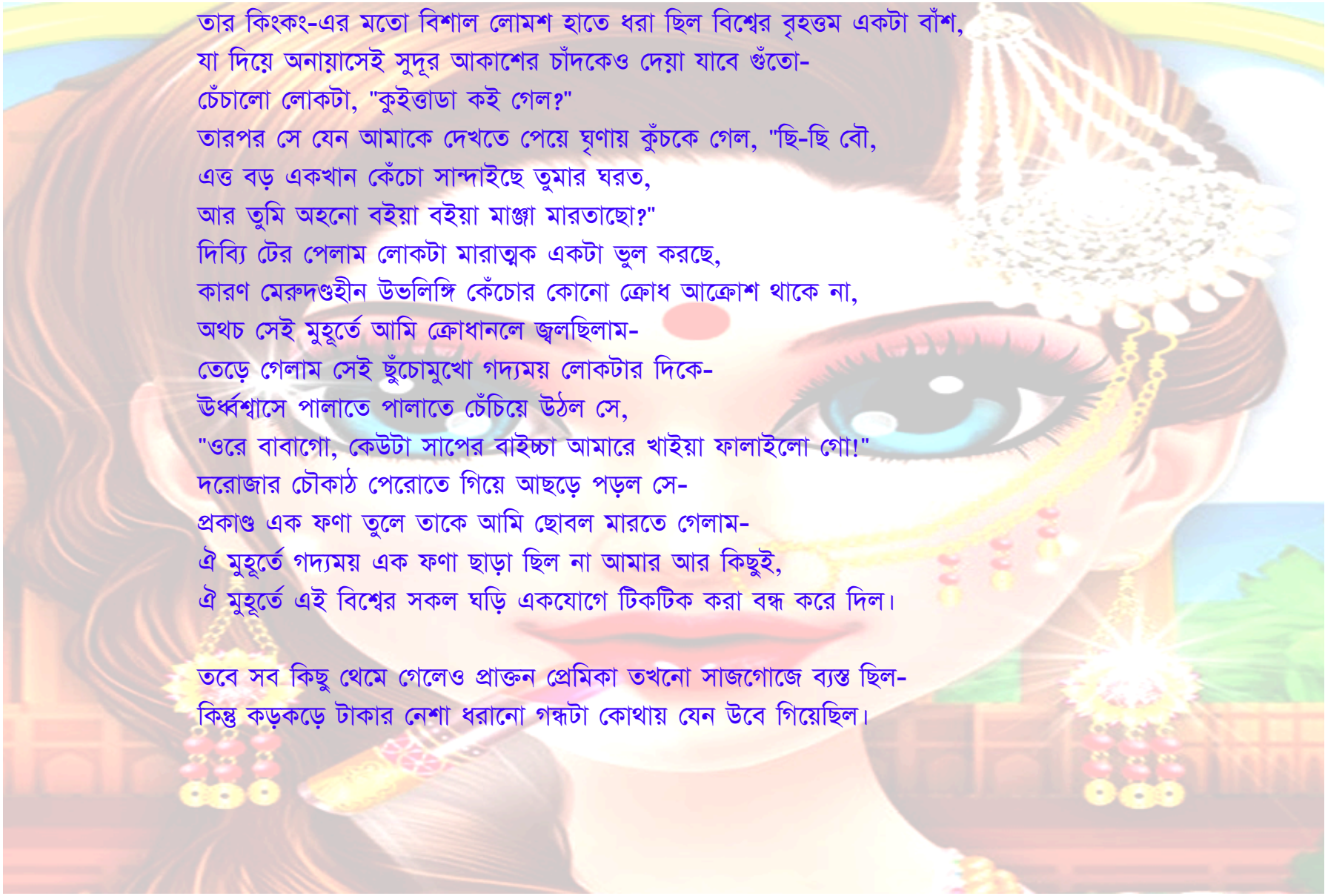

তার কিংকং-এর মতো বিশাল লোমশ হাতে ধরা ছিল বিশ্বের বৃহত্তম একটা বাঁশ,
যা দিয়ে অনায়াসেই সুদূর আকাশের চাঁদকেও দেয়া যাবে গুঁতো-
চেঁচালো লোকটা, "কুইত্তাডা কই গেল?"
তারপর সে যেন আমাকে দেখতে পেয়ে ঘৃণায় কুঁচকে গেল, "ছি-ছি বৌ,
এত্ত বড় একখান কেঁচো সান্দাইছে তুমার ঘরত,
আর তুমি অহনো বইয়া বইয়া মাঞ্জা মারতাছো?"
দিব্যি টের পেলাম লোকটা মারাত্মক একটা ভুল করছে,
কারণ মেরুদণ্ডহীন উভলিঙ্গি কেঁচোর কোনো ক্রোধ আক্রোশ থাকে না,
অথচ সেই মুহূর্তে আমি ক্রোধানলে জ্বলছিলাম-
তেড়ে গেলাম সেই ছুঁচোমুখো গদ্যময় লোকটার দিকে-
ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পালাতে চেঁচিয়ে উঠল সে,
"ওরে বাবাগো, কেউটা সাপের বাইচ্চা আমারে খাইয়া ফালাইলো গো!"
দরোজার চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে আছড়ে পড়ল সে-
প্রকাণ্ড এক ফণা তুলে তাকে আমি ছোবল মারতে গেলাম-
ঐ মুহূর্তে গদ্যময় এক ফণা ছাড়া ছিল না আমার আর কিছুই,
ঐ মুহূর্তে এই বিশ্বের সকল ঘড়ি একযোগে টিকটিক করা বন্ধ করে দিল।

তবে সব কিছু থেমে গেলেও প্রাক্তন প্রেমিকা তখনো সাজগোজে ব্যস্ত ছিল-
কিন্তু কড়কড়ে টাকার নেশা ধরানো গন্ধটা কোথায় যেন উবে গিয়েছিল।